Lakshmi's Footprints and Paisley: PatternsPerspectives on Scoto-Indian Literary and Cultural Interrelations — Okular

File View Edit Go Bookmarks Tools Settings Help

Fit Page | View Mode | Cover 1 of 225 | Browse | Text Selection | Yellow Highlighter

This document has embedded files. Click here to see them or go to File -> Embedded Files.

Contents

Search...

Cover Cover
Title Page i
Copyright Page ii
Chapter 1: Foreword iii
Table of Contents v
Chapter 2: Introduction 1
Chapter 3: 'Webs of Signific... 5
Chapter 4: "When you see ... 21
Chapter 5: A Cakewalk bet... 35
Chapter 6: From Alexande... 54
Chapter 7: The Ambivalen... 71
Chapter 8: Telling the Tale ... 89
Chapter 9: The Scottish C... 101
Chapter 10: The Kinetic ... 115
Chapter 11: Ishwar Chand... 129
Chapter 12: The Transnat... 150
Chapter 13: "Disruptions"... 174
Chapter 14: David Hare a... 185
Chapter 15: Of Rights to ... 206

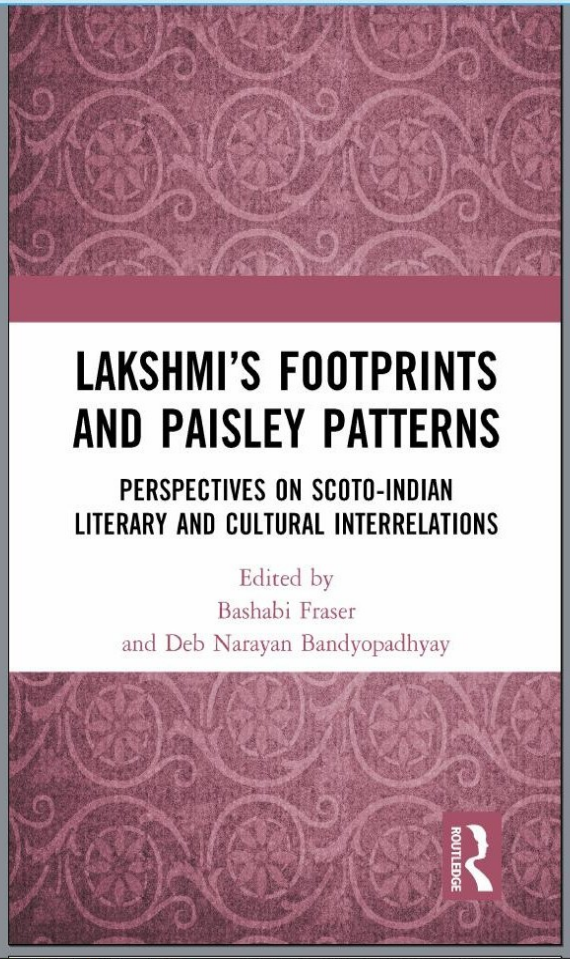

CamScanner

Lakshmi's Footprints and Paisley: PatternsPerspectives on Scoto-Indian Literary and Cultural Interrelations — Okular

File View Edit Go Bookmarks Tools Settings Help

Fit Page View Mode 71 78 of 225 Browse Text Selection Yellow Highlighter

This document has embedded files. Click here to see them or go to File -> Embedded Files.

Contents

Search...

Cover Cover
Title Page i
Copyright Page ii
Chapter 1: Foreword iii
Table of Contents v
Chapter 2: Introduction 1
Chapter 3: 'Webs of Signific... 5
Chapter 4: "When you see ... 21
Chapter 5: A Cakewalk bet... 35
Chapter 6: From Alexande... 54
Chapter 7: The Ambivale... 71
Chapter 8: Telling the Tale ... 89
Chapter 9: The Scottish C... 101
Chapter 10: The Kinetic ... 115
Chapter 11: Ishwar Chand... 129
Chapter 12: The Transnat... 150
Chapter 13: "Disruptions"... 174
Chapter 14: David Hare a... 185
Chapter 15: Of Rights to ... 206

The Ambivalence of Tolerance: William Wilson Hunter and the Rise of Surveillance Literature in Colonial Bengal

Pritam Mukherjee

Assistant Professor of English
Abhedananda Mahavidyalaya, Sainthia.

Scotland's engagement with India dates back to the time of British colonial expansion in the subcontinent. It is true that the scope of a free and open dialogue between the coloniser and the colonised was extremely narrow in those days. However, the nature of this engagement was not always defined by hostile conflicts. True value of this encounter demands post-colonial scholars to focus also on the crucial processes of negotiations, collaborations, and mediations that followed the coming together of competing cultures and peoples in the colonial time.

Distinguished Scotsman William Wilson Hunter's (1840 – 1900) continuing influence in the sphere of Bengali culture and social science even today is a classic example of such negotiations during the colonial time. Hunter was an eminent member of Indian Civil Service (ICS), historian, statistician and imperial publicist. He played a decisive role in the creation of an effective and all pervasive information network in late-nineteenth-century Bengal which resulted in the production of a huge imperial surveillance literature about the land and its people. The ultimate objective of his epistemic endeavour was to develop an insight into the minds of the Indians. He sincerely believed that a much informed and careful colonial authority could better exercise its power over the colonised nation. His basic idea was always to avoid military action which inevitably resulted in further alienating Indian people. It was this understanding that led Hunter to acknowledge and appreciate the friendship of his Bengali counterparts. Unlike other officers from his service, Hunter always maintained an intimate relationship with the Bengali intellectuals of his time. The history of Scotland's engagement in India would remain incomplete without a proper attention to the life and works of William Wilson Hunter.

Hunter's writings, even though a product of imperialist discourse had been able to inspire new hope, create a consensus around its intended

CamScanner

রবীন্দ্রনাথের শারদোৎসব
রূপে রূপান্তরে

গুরুপ্রসাদ দাস

CamScanner

শারদোৎসব নাটকে গানের ভূমিকা

চন্দন কুমার কুণ্ডু

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৮৫৭ খ্রিস্টাব্দে লিখলেন 'সরোজিনী' নাটক। এবার আর জ্যোতিরিন্দ্রনাথ নয়, গীতিকার রূপে অভিষেক হল রবীন্দ্রনাথের, রাজপুত নারীদের চিতা প্রবেশক দৃশ্যে রবীন্দ্রনাথ খুব অল্প সময়ের মধ্যে একটি গান রচনা করে দেন। সে গানটি হল–

জ্বল্ জ্বল্ চিতা! দ্বিগুন দ্বিগুন,
পরাণ সঁপিবে বিধবা বালা।
জ্বলুক্ জ্বলুক্ চিতার আগুন,
জুড়াবে এখনি প্রাণের জ্বালা।।

গিরিশচন্দ্রের জীবনীকার অবিনাশচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় লিখেছেন "ক্ষত্রিয় মহিলাগণের জহর ব্রতের এই গান... সে সময়ে পথে মাঠে ঘাটে সর্বত্র গীত হইতে থাকে। (গিরিশচন্দ্র, অবিনাশ চন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়, স্বপন মজুমদার (স) , পৃষ্ঠা-১২৫)।

রবীন্দ্রনাথ যখন নাটক রচনা শুরু করেন তখন নাট্যরচনায় নানা আদর্শ তাঁর সামনে ছিল। একদিকে ছিল সংস্কৃত নাটকের ঐতিহ্য অন্যদিকে দেশীয় যাত্রা এবং গীতাভিনয়ের প্রভাব। একইসঙ্গে বিদেশী নাট্য আঙ্গিক রীতি প্রকরণ। নাটক বিন্যাসের নানা ধারার সঙ্গে রবীন্দ্র মানসিকতার একটা যোগ ঘটেছিল রবীন্দ্রনাথের নাটক রচনার প্রথম পর্বে। আর নাটকের গানের ক্ষেত্রে সংস্কৃত নাটকের গানের ধারা ও যাত্রার গানের ভঙ্গি কিছুটা হলেও গ্রহণ করেছিলেন তিনি। একই সঙ্গে মিউজিক্যাল ড্রামা ও ব্যালের আঙ্গিকগত বৈশিষ্ট্যও ছিল।

পুরোপুরি নাট্যকার রূপে রবীন্দ্রনাথের আত্মপ্রকাশ তাঁর 'রাজা ও রানী' (১২৯৬) নাটকের মধ্য দিয়ে। এরপর অনেকগুলি নাটক রচনা করেছেন তিনি। তাঁর 'শারদোৎসব' (১৯০৮) এবং পরে এর একটি অভিনয়যোগ্য পরিবর্তিত নাট্যরূপ 'ঋণশোধ' (১৯২১)।

রবীন্দ্রনাথের প্রথম ব্যঞ্জনাময় নাটক 'শারদোৎসব'। এর মূল কথা হল ধনসঞ্চয়, দিগ্বিজয়, রাজ্যবিস্তার যশ লাভ প্রভৃতির মধ্যে মানবজীবনের সার্থকতা নেই, বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে পরিব্যাপ্ত যে আনন্দ তারই উপলব্ধির মধ্যে মানবজীবন সার্থক হয়ে ওঠে। বিশ্বপ্রকৃতির স্বাভাবিক লীলার মধ্যেই ব্রজের আনন্দলীলা প্রত্যক্ষ করেছেন রবীন্দ্রনাথ।

CamScanner

শিক্ষা ★ সংস্কৃতি ★ সংগ্রাম

২০২৩

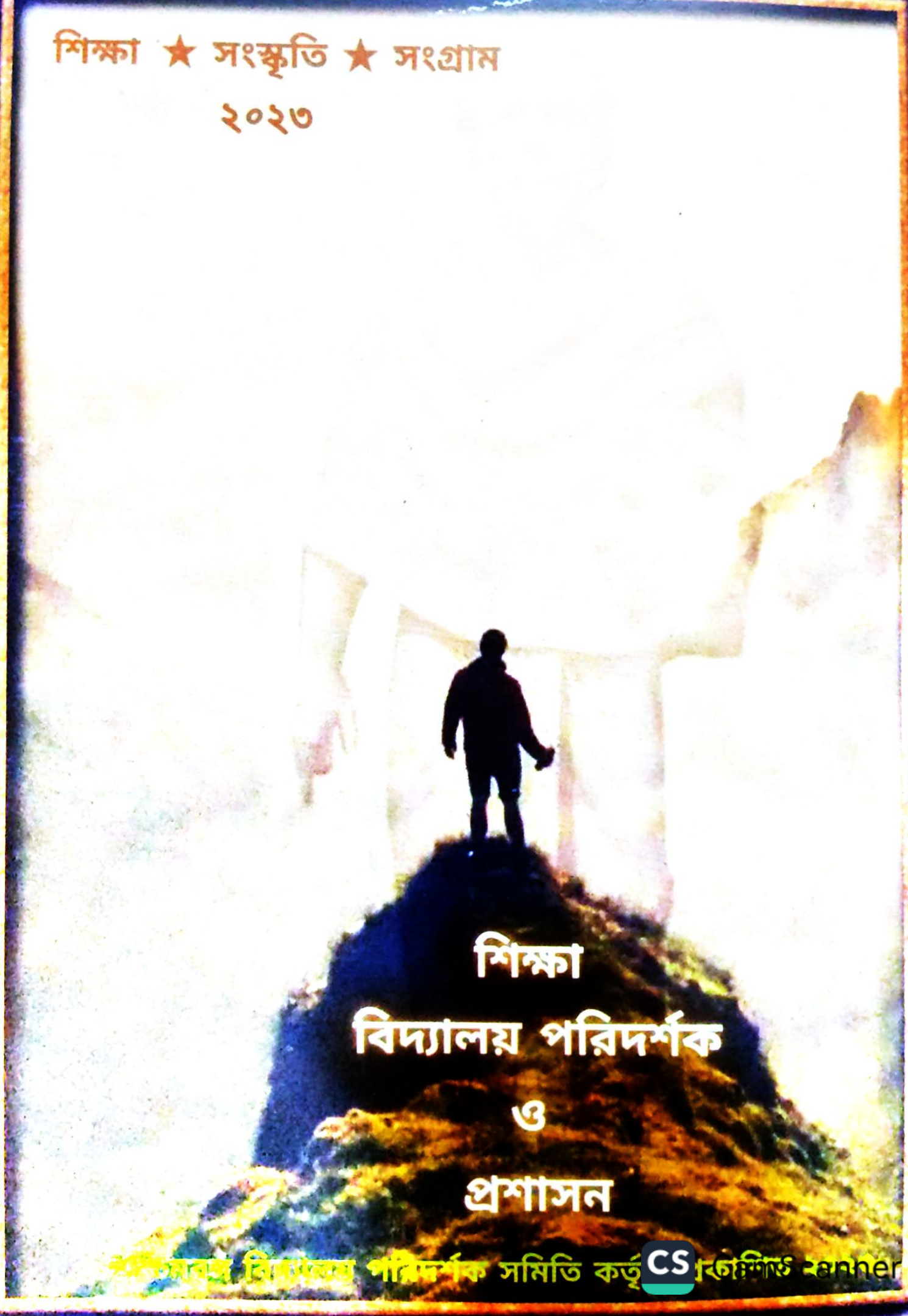

শিক্ষা
বিদ্যালয় পরিদর্শক
ও
প্রশাসন

পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যালয় পরিদর্শক সমিতি কর্তৃক প্রকাশিত

CamScanner

স্বদেশী অন্দোলন, রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্র কথা সাহিত্য

চন্দন কুমার কুণ্ডু
অধ্যাপক, সাঁইথিয়া অভেদানন্দ মহাবিদ্যালয়

১৯০৫ সালের ৯ জুন ব্রিটিশ সরকার বঙ্গ বিভাগের প্রস্তাব অনুমোদন করে। জুলাইয়ে এই প্রস্তাব প্রচারিত হয় ও ১ সেপ্টেম্বর তা প্রকাশিত হয়। বাংলা বিভক্ত হয় ১৬ অক্টোবর ১৯০৫ (৩০ আশ্বিন-১৩২৩)। দুই বাংলার মানুষের মধ্যে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়া হয় ব্যাপক। ফলে অল্পদিনের মধ্যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনে দেশ উত্তাল হয়ে ওঠে। বাংলার ইতিহাসে এই আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন নামে খ্যাত।

বিশিষ্ট রবীন্দ্র গবেষক নেপাল মজুমদারের কথায় ঃ "এই আঘাত বাংলার বুকে যেন একটা আশীর্বাদের মতো নামিয়া আসিল। বাংলাদেশের স্বাদেশিক আন্দোলন যেন এমনই আঘাতের অপেক্ষায় উন্মুখ হইয়াছিল। বাংলার অভিজাত ও উচ্চ শিক্ষিত বুদ্ধি জীবীদের সহিত মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের মিলন ঘটিল। এই সম্মিলিত জনশক্তি বাংলাদেশ তথা সমগ্র ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের ক্ষেত্রে এক অভিনব রাজনীতির প্রবর্তন করিল এবং তাহাই হইতেছে 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'।...এতখানি ব্যাপক গণবিক্ষোভ ও গণ আন্দোলন ইতিপূর্বে সারাদেশে আর কোথাও দেখা যায় নাই।"[১]

বঙ্গভঙ্গ পরিকল্পনা প্রকাশিত হওয়ার পর রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গ বিভাগ' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন। তিনি বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐক্যের উপর আঘাত সহ্য করেননি। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ সরকারের কাছে আবেদন নিবেদনেও তাঁর আস্থা ছিল না। উক্ত প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন, "দেশের প্রতি আমাদের কথা এই আমরা আক্ষেপ করিব না, পরের কাছে বিলাপ করিয়া আমরা দুর্বল হইব না। কেন এই রুদ্ধ দ্বারে মাথা খোঁড়াখুঁড়ি, কেন এই নৈরাশ্যের ক্রন্দন। মেঘ যদি জল বর্ষণ না করিয়া বিদ্যুৎ কষাঘাত করে, তবে সেই লইয়া কি হাহাকার করিতে হইবে।...চোখের জল খরচ করিয়া মেঘের জল আদায় কার যায় না।"[২]

৭ আগস্ট ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গের প্রতিবাদে স্বদেশী ও বয়কট আন্দোলনের সূচনা হয়। এই দিন কলকাতার টাউনহলে একটি জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। বহু ছাত্র নানা দিক থেকে শোভাযাত্রা করে সভাস্থলে আসে। এই সভায় ব্রিটিশ পণ্য বর্জনের সিদ্ধান্ত হয়। বঙ্গভঙ্গ কার্যকর হওয়ায় সাতদিন আগে ৯ অক্টোবর ১৯০৫ কলকাতার বাগবাজারে রবীন্দ্রনাথ 'বিজয়া সম্মিলন' নামে এক ভাষণ দেন।

রবীন্দ্রনাথ বঙ্গদর্শন পত্রিকায় দেশবাসীর উদ্দেশ্যে বলেন "আগামী ৩০শে আশ্বিন (১৩১২) বাংলাদেশ আইন দ্বারা বিভক্ত হইবে। কিন্তু ঈশ্বর যে বাঙালিকে বিভক্ত করেন নাই তাহাই বিশেষ রূপে স্মরণ ও প্রচার করিবার জন্য সেই দিনকে আমরা বাঙালির রাখিবন্ধনের দিন করিয়া পরস্পরের হাতে হরিদ্রাবর্ণের সূত্র বাঁধিয়া দিব।"

অবনীন্দ্রনাথ এর লেখায় দেখি, "ঠিক হল সকালবেলা সবাই গঙ্গাস্নান করে সবার হাতে রাখি পরাব।" গঙ্গাস্নানের উদ্দেশ্যে সবাই রওনা হলে বাড়ির ছাদ থেকে আরম্ভ করে রাস্তার দুধারে লোকের জমায়েত। মেয়েরা সেদিন রাস্তায় দুধারে দাঁড়িয়ে খই ছড়িয়েছে, শাঁখ বাজিয়েছে। গান গাইতে গাইতে রাস্তা দিয়ে মিছিল চলেছিল সেদিন—

"বাংলার মাটি বাংলার জল,
বাংলার বায়ু বাংলার ফল—
পূণ্য হউক পূণ্য হউক পূণ্য হউক হে ভগবান।...."

তখন পুলিশের নজর যে তাদের দিকে ছিল না এমন নয়। ঠাকুরবাড়ির নানা মিটিং এর কথা পুলিশ জানতো, কিন্তু কোন উপদ্রব করত না। খোঁজ-খবর নিয়ে চলে যেত। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'দক্ষিণের বারান্দায় লিখেছেন, "বাঙালি বিপ্লববাদীদের আনাগোনা ছিল ঠাকুরবাড়িতে, তবে খুব কম লোকেই জানতেন এঁদের কথা। এঁদের চিনতেন, এঁদের কথা জানতেন সুরেন্দ্রনাথ (সত্যেন্দ্রনাথ এর পুত্র এবং রবীন্দ্রনাথের ভাতুষ্পুত্র) আর গগনেন্দ্রনাথ। এই দুই ভাইয়ের কাছে আসতেন সন্ত্রাসবাদীরা। সুরেন্দ্রনাথের সঙ্গে ছিল এঁদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ। আর তিনি এঁদের গগনেন্দ্রনাথ এর কাছে নিয়ে আসতেন। গগনেন্দ্রনাথ এঁদের লুকিয়ে লুকিয়ে চাঁদা দিতেন।"[৩]

CamScanner